যুগান্তর

তারিখ ... 28 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...৫...

ভর্তির শর্ত লংঘন

৩ বেসরকারি মেডিকেল কলেজকে জরিমানা

যুগান্তর রিপোর্ট

ভর্তি পরীক্ষার নম্বরের শর্ত পূরণ না হওয়ার পরও শিক্ষার্থী ভর্তি করায় তিন বেসরকারি মেডিকেল কলেজকে এক কোটি টাকা করে জরিমানা করেছেন আপিল বিভাগ। ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষে ভর্তিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করায় এ জরিমানা করেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এক সপ্তাহের মধ্যে এ জরিমানার টাকা জমা দিতে বলা হয়েছে। জরিমানার অর্ধেক টাকা ওই তিন মেডিকেল কলেজ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত, সেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে (চবি) এবং বাকি অর্ধেক টাকা কিডনি ফাউন্ডেশন ও ক্যান্সার ইন্সটিটিউটকে দিতে বলা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার বিচারপতির বেঞ্চ রোববার এ আদেশ দেন। যে তিন মেডিকেল কলেজকে জরিমানা করা হয়েছে সেগুলো হল— ময়নামতি মেডিকেল কলেজ, বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ এবং সাউদার্ন মেডিকেল কলেজ। আদেশে টাকা পাওয়ার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে টাকা এফডিআর করতে বলা হয়েছে। এই এফডিআর থেকে পাওয়া লভ্যাংশ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি হিসেবে বণ্টন করতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ না নিতেও ওই তিন কলেজকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আদালতে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার ফজলে নুর তাপস। শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট এএম আমিন উদ্দিন, ব্যারিস্টার গোলাম সরওয়ার পায়েল, অ্যাডভোকেট ইউসুফ আলী ও অ্যাডভোকেট সেলিনা আক্তার চৌধুরী।

সূত্র জানায়, ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা শর্তে ছিল, পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের মধ্যে ১২০ নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা যাবে। এই ১২০ নম্বরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বর পেতে হবে। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার নম্বরের এ শর্ত পূরণ না হওয়ার পরও সরকারি সিদ্ধান্ত লংঘন করে শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে ওই তিনটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। এরপর তাদের মধ্যে ৩০ শিক্ষার্থীর প্রথম পর্বের (ফার্স্ট প্রফেশনাল এক্সামিনেশন) রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র আটকে দেয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ সিদ্ধান্তেও বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। ওই রিট আবেদনের শুনানি শেষে হাইকোর্ট রুলসহ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন। একই সঙ্গে হাইকোর্ট রিট আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দিতে বলে। ওই আদেশের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিভ টু আপিল আবেদন দাখিল করে। এ আবেদনের ওপর শুনানি শেষে রোববার তা নিষ্পত্তি করে আদেশ দেন আপিল বিভাগ। এ প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এএম আমিন উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, যেহেতু শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে গেছেন, তাই তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দেয়াসংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।